প্রথম আলো

তারিখ 1 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

উপাচার্যদের পদমর্যাদা বাড়ছে, ঝুঁকিভাতা ১০ হাজার টাকা

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। পাশাপাশি প্রত্যেক উপাচার্যকে মাসে ১০ হাজার টাকা ঝুঁকিভাতা দেওয়া হবে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের সরকারনির্ধারিত মর্যাদাক্রমও উন্নীত করা হবে।

রাষ্ট্রপতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে এ বিষয়ে খসড়া তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন। এ জন্য গতকাল বুধবার মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামানকে তিনি বঙ্গভবনে ডেকে পাঠান। উপদেষ্টাদের পরবর্তী বৈঠকে রাষ্ট্রপতি বিষয়টি উপস্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

সরকারনির্ধারিত মর্যাদাক্রম (ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স) অনুযায়ী একজন উপাচার্যের অবস্থান ১৭ নম্বর ধাপে। রাষ্ট্রপতি উপাচার্যদের এই

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

উপাচার্যদের পদমর্যাদা বাড়ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মর্যাদাক্রম ১৬ নম্বর ধাপে উন্নীত করার পরামর্শ দিয়েছেন। এতে উপাচার্য পদ সরকারের সচিব পদমর্যাদার সমান হবে। সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং মহাপুলিশ পরিদর্শকও একই পদমর্যাদাভুক্ত।

এ ছাড়া উপাচার্যদের ১০ হাজার টাকা ঝুঁকিভাতা দেওয়ার আগ্রহের কথাও জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। এর আগেও একবার সরকার এ ধরনের ঝুঁকিভাতা দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিলেও অর্থ বিভাগ তা অনুমোদন করেনি। কাজের নির্ধারিত সময়সূচি না থাকা, যেকোনো সময় অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখে পড়া, অপ্রীতিকর ঘটনা মোকাবিলা করাসহ বিভিন্ন কারণে উপাচার্যরা এ ভাতা দাবি করেছিলেন।

৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সভাপতি এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে ২৩ জন উপাচার্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে এসব দাবি তুলে ধরেন।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, রাষ্ট্রপতি উপাচার্যদের এসব দাবি পূরণের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং উপদেষ্টাদের পরবর্তী সভায় তিনি বিষয়টি উপস্থাপন করবেন। এক প্রশ্নের জবাবে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদনের পর পদমর্যাদার বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং ঝুঁকিভাতার বিষয়টি অর্থ বিভাগে যাবে। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করে এসব বিষয় কার্যকর করতে পারেন।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, এটা খুশি হওয়ার মতো খবর। উপাচার্যদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকিভাতা পাওয়ার বিষয়ে কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলবেন না।